

শিশুর মানসিক বিকাশে শেখ রাসেল

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ . মূল্যবান . যত্নবান . সুরক্ষিত

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৩ সরাসরি সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যান নিশ্চিত করার কথা বলেছে। তাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি অবজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। কারন শৈশবকালের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে সামাজিক অবস্থার জন্য ঝুঁকি তৈরী করে। এর প্রকৃত উদাহরণ শেখ রাসেলের হত্যাকাণ্ড।

প্রকল্প পরিচালকের ভাষায়.....



শিশুর মানসিক বিকাশে শেখ রাসেল

বাবার ভাবনায় বেড়ে ওঠা হলোনা আর
বিকৃত মানসিকতায় বেড়ে ওঠা পশুদের নৃশংসতায়।।
নিমিষেই মুছে গেল ইচ্ছেগুলো
আগষ্টের এক ভয়াল কালো রাত্রিতে।।
প্রারম্ভিক শৈশবে তোমার প্রতি সেই চরম নির্মমতা
ভুলবেনা কখনও আগামীর শিশুরা।।
তোমার অকালে ঝরে পড়া সুপ্ত প্রতিভা
শিশুরাই করবে বিকশিত ইনশাআল্লাহ্।।
তুমি থাকবে শিশুদের হৃদয়ের অন্তরালে
সাহস জোগাবে ক্ষুদ্রে বজ্রবন্ধু হয়ে।।
মানসিক উন্নয়নের নাওয়ে চড়ে
আগামীর শিশুরা যাবে এগিয়ে ।।
উচ্চস্বরে বলবে তারা না, না, না,
শিশুর প্রতি বর্বরতা আর না, আর না ।।
বজ্রবন্ধুর স্বপ্ন দর্শনে গড়বে এক নতুন প্রজন্ম
ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে
অপার শান্তিতে রাখবে তোমাকে
এটাই হোক অনুপ্রেরণার উৎস ।।
আজ প্রতিটি শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ
হয়ে উঠুক তাই শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্রের সর্বোত্তম ফোকাস।।

আমি প্রত্যেক মাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনার শিশুর শিক্ষার উন্নয়ন এবং শারিরীক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

শবনম মোস্তারী

প্রকল্প পরিচালক

২০টি শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২১

